মুফতিয়ে আজম আল্লামা রফি উসমানি রাহ.

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

অনুবাদ : ইরফান লাবিব

হসন্ত
প্রকাশন

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

লেখক : মুফতিয়ে আজম আল্লামা রফি উসমানি রাহ.
অনুবাদক : ইরফান লাবিব
প্রকাশক : হসন্ত প্রকাশন
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৩
প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার
পরিবেশক : তারুণ্য
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফিলাইফ, রকমারি, মোল্লার বই.কম, ভ্রাম্যমাণ দোকান
মূল্য : ৬০ [ষাট] টাকা

হসন্ত প্রকাশন

৩৮ / ২ তাজমহল মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০
০১৬২৮ ০৩ ৭৫ ৯১, ০১৯৮৫ ৯১ ২৬ ৭৫
Email : hasanta.pro@gmail.com
Facebook.com / হসন্ত প্রকাশন

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনর্প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।

শুকরিয়া : আল্লাহর পছন্দনীয় আমল / ২৬
শোকর : জান্নাতে মুমিনদের একমাত্র আমল / ২৬
শোকরের ফলে সবর ও তাকওয়া অর্জিত হয় / ২৭
শোকর অহংকার নিশ্চিহ্ন করে / ২৭

দ্বিতীয় তোহফা : সবর / ২৯

মোল্লা নাসিরের চমকপ্রদ ঘটনা / ৩৩
সবরের উপকারিতা / ৩৩

তৃতীয় তোহফা : ইস্তেগফার / ৩৬

ইস্তেগফারের মাধ্যমে পাপ মোচন হয় / ৩৭
বারবার ইস্তেগফার করা / ৩৮
ইস্তেগফারের উপকারিতা / ৪০

চতুর্থ তোহফা : ইস্তেআজা / ৪২

নাজুক পরিস্থিতিতে আউজুবিল্লাহ বলা / ৪২
তির নিক্ষেপকারীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাও / ৪৫
উল্লিখিত চার আমলে অভ্যস্ত হই / ৪৬
এই আমলগুলো অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিই / ৪৭

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

সম্মানিত ভাই-বেরাদর ও সুহৃদগণ, সর্বপ্রথম আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে আজকের এই দ্বীনি আলোচনা সভায় সমবেত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বস্তুত এ ধরনের দ্বীনি হালাকা ও মাজলিস দুনিয়ার বুকে একটুকরো জান্নাত। হাদিসে এসেছে—

> তোমরা যখন জান্নাতের উদ্যানসমূহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, সেখান থেকে ফলমূল আহার করো। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জান্নাতের উদ্যানসমূহ কী? তিনি বললেন, জিকিরের মাজলিস।[১]

এ ধরনের মাজলিসকে ফেরেশতারা বেষ্টিত করে রাখে এবং রহমতের ফল্গুধারা বর্ষণ করে। হাদিসে এসেছে—

> عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .
>
> আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার জিকির করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে

---

[১] *বুখারি*: ১১৯৫

> নেয় এবং তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে। আর তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাআলা তার কাছের ফেরেশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।[২]

আজকের এই মহতি মাজলিসে কী বিষয়ে কথা বলব, তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি। দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাআলা উত্তম ও সারগর্ভ আলোচনা আমার জবান থেকে প্রকাশ করেন।

নবি যুগের তিন ব্যক্তি

আকস্মিকভাবে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদা তিন ব্যক্তি মাসজিদে নববিতে উপস্থিত হলো। তারা কিন্তু জানত না, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে অবস্থান করছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবিদের নিয়ে মাসজিদে দ্বীনি আলোচনায় রত ছিলেন। ওই তিন ব্যক্তির একজন রাসুলের আজমত নিয়ে নসিহত কান পেতে শুনতে লাগল।

আরেকজন লাজুকতার দরুন মাজলিস থেকে উঠে যেতে ইতস্তত বোধ করল। তৃতীয় জন এসব তোয়াক্কা না করে মাজলিস থেকে উঠে বেরিয়ে গেল।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখানে তিন ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। এক ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসুলের কাছে নিজের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাঁকে পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি লাজুকতার দরুন উপস্থিত থাকার কারণে আল্লাহ তাঁকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না।

তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার কারণে আল্লাহ তাকে দূরে রেখেছেন।

এই ঘটনায় আমাদের জন্য সমূহ শিক্ষার উপাদান রয়েছে।

---

[২] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৬৬১০

চারটি মৌলিক আমল

ডা. আবদুল হাই আরেফি রাহ. বলেন—

প্রথম যুগে আত্মশুদ্ধির জন্য অনেক কসরত ও মোজাহাদা করতে হতো। ফিলহাল লোকজন কম মনোবলসম্পন্ন। তাই এ যুগের লোকজন আগের মতো মেহমত ও মোজাহাদা করতে পারবে না। তাই আমি কিছু আমলের সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি—যা সংক্ষিপ্ত, তবে উপকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী। জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজে আসবে। বলাই বাহুল্য, এই চারটি আমল শরিয়ত ও তরিকতের রুহ। এই আমলসমূহ এত সহজ যে, এসব সম্পাদন করতে জান-মাল ও বিত্ত-বৈভবের প্রয়োজন হয় না। কোনো ব্যক্তি যদি এই চারটি আমলে অভ্যস্ত হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে, অন্তর পরিশুদ্ধ হবে এবং আমলের প্রতি উৎসুক ও উদগ্রীব হবে। সে একপর্যায়ে এমন অবস্থানে উপনীত হবে যে, ইচ্ছা করলেও কোনো পাপ প্রকাশ পাবে না।

এই চারটি আমল হলো—

১. শোকর তথা কৃতজ্ঞতা
২. সবর তথা ধৈর্য
৩. ইস্তেগফার তথা আল্লাহর কাছে পাপ মার্জনা করা
৪. ইস্তেআজা তথা তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা

মজলিসের এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার ভাই মাওলানা তকি উসমানি হাফি. মামুলাতে ইয়াওমিয়্যা নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ছেপেছে।

প্রথম তোহফা : শোকর

প্রথম বিষয় হলো, শোকর বা কৃতজ্ঞতা। যখন সকাল হবে, অথবা রাতে শয্যায় গা এলিয়ে দেবে, আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতরাজির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

অন্তরের অন্তস্থল থেকে কাকুতি-মিনতির সাথে জপবে—আলহামদুলিল্লাহ।

বিশেষত ঈমানের মহাসম্পদ, সুস্থতার নেয়ামতের ওপর বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং এই নিয়ামতরাজিকে সঠিক স্থানে প্রয়োগ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। অতঃপর যে নেয়ামতের কথা তাৎক্ষণিক স্মরণ আছে, তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। যখনই তোমার মর্জি অনুযায়ী কোনো কাজ সম্পাদন হয়ে যাওয়ার দরুন প্রফুল্ল ও প্রশান্তচিত্ত হবে, তখনই চুপিসারে জপবে—আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অথবা বলবে—হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমার জন্য।

শোকরের বিভিন্ন ক্ষেত্র

সকাল থেকে সন্ধ্যা আমাদের ওপর সহস্রাধিক এমন কাজ আবির্ভূত হয়, যা আমাদের মর্জির অনুরূপ ও অনুকূলে।

সকালে উঠে দেখি, শরীর সুস্থ-সবল রয়েছে, তখন উচ্চারণ করি—আলহামদুলিল্লাহ।

পরিবার-পরিজন সবাই সুস্থ ও নিরাপদ। আপনার জবান থেকে উচ্চারিত হলো—আলহামদুলিল্লাহ।

সকালে নাস্তা প্রস্তুত হলে বললেন—আলহামদুলিল্লাহ।

দ্বিতীয় তোহফা : সবর

এতক্ষণ যাবৎ আমরা শোকর নিয়ে আলোকপাত করেছি। এখন সবর নিয়ে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

সবর শব্দের অর্থ হলো—ধৈর্যধারণ করা, নিয়ন্ত্রণ রাখা, নিবৃত্ত রাখা।

হজরত জুন্নুন মিসরি রাহ. বলেন, সবর হলো আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ হতে দূরে থাকা, বিপদাপদে শান্ত থাকা ও জীবনের কুরুক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কশাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা।

অথবা বলা যায়, মর্জি ও চাহিদার বিরোধী কাজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখার নাম সবর।

প্রাত্যহিক কিছু কাজ যেমন মর্জির অনূকুলে হয়, তেমনই কিছু কাজ মর্জির প্রতিকূলে হয়।

মর্জির প্রতিকূলে আল্লাহর কাছে নিজেকে সপেঁ দেওয়া এবং কোনো ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ পেশ না করার নামই সবর।

সবর আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। এর মাধ্যমে বান্দার ঈমানি ক্ষিপ্রতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। বলা যায়, সবর ঈমান যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বহু বিপদাপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই। কখনো নিজে বা আপন কেউ অসুস্থতায় ভোগে, কখনো নিকটাত্মীয়ের বিয়োগে ব্যথিত হই, কখনো ধন-সম্পদ লোকসানের শিকার হই। এভাবে প্রতিনিয়ত আমরা বিপদাপদের মুখোমুখি হই। বস্তত ইসলামে সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে নব্বইয়ের অধিক জায়গায় সবরের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, সবরের তাগিদ দিয়েছেন।

তৃতীয় তোহফা : ইস্তেগফার

তৃতীয় আমল হলো—ইস্তেগফার তথা আল্লাহর কাছে গুনাহের মার্জনা চাওয়া।

এটা অনেক সহজ আমল। এটা করতে কোনো অর্থকড়ির প্রয়োজন হয় না, অধিক কষ্ট-মোজাহাদাও করতে হয় না।

যখন কোনো ছোট-বড় গুনাহ হয়ে যাবে, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলবে—আস্তাগফিরুল্লাহ।

যখন আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে দুনিয়ায় আবির্ভাব করেন, শয়তান আল্লাহর কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো—আমি আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়ব।

আল্লাহ তাআলা শয়তানের সেই চ্যালেঞ্জ কুরআনে বিবৃত করেছেন—

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ

> সে বলল, তবে আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়ব। [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৮২]

তখন হজরত আদম আ. আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আল্লাহ, আপনি শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের এত শক্তি দান করেছেন, যা আমি ও আমার সন্তানদেরকে দান করেননি। তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। তারা আমাদেরকে এমন পদ্ধতিতে প্রতারিত করে যে, আমরা তাদের দেখতে পাই না, কিন্তু তারা আমাদেরকে দেখে। আমরা হলাম ইনসান, আর তারা হলো জিন জাতি। তাদের শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেশি।

চতুর্থ তোহফা : ইস্তেআজা

ইস্তেআজা অর্থ হলো—আল্লাহর কাছে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণ করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা কুরআন পড়ার পূর্বে ইস্তেআজার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

সুতরাং আপনি যখন কুরআন পড়বেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবেন। [সুরা নাহল, আয়াত : ৯৮]

নাজুক পরিস্থিতিতে আউজুবিল্লাহ বলা

জীবন চলার পথে আমরা বিভিন্ন ঝুঁকি, ভয়াবহতা ও জটিলতার সম্মুখীন হই। শয়তান সর্বদা আমাদেরকে প্রতারিত করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। তাই সর্বদা শয়তানের অনিষ্ট থেকে প্রার্থনা করা চাই।

আবার অনেক সময় বিভিন্ন লেনদেন করতে গিয়ে মারাত্মক সমস্যায় পতিত হই, তা সমাধানের কোনো তাদবির খুঁজে পাই না। এমন নাজুক ও সঙ্গিন সময়ে মহান রবের কাছে প্রার্থনা করলে মনোবল সুদৃঢ় হয়।

তাই অভ্যস্ত হওয়া চাই, যখন যেকোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন ঝুঁকি ও কুমন্ত্রণা গেঁড়ে বসে। কখন কী ঘটে, তার শঙ্কায় থাকে। কখনো ইজ্জত-আব্রু বিনষ্ট হয় কি না, কখনো